www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

রাজা

মতি নন্দী

ট্রেন ছাড়ার কয়েক মুহূর্ত আগে ওরা ছুটে সামনেই সেকেন্ড ক্লাস কামরা পেয়ে উঠে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তারা সাফল্যের বিস্ময় কাটিয়ে উঠেই ঝগড়া শুরু করল।

"জানি, তুমি এমন কান্ড করবে। ঠিক সময়ে কোনও দিনই হাজির হতে পার না।" ছেলেটি উত্তেজিত হয়ে বলল।

"আচ্ছা, আমি কী করতে পারি যদি বোনের হঠাৎ অসুখ করে, মা যদি রান্নাঘরে না যায়, দাদা যদি প্রশ্ন করে বসে আজ তো ছাত্র ধর্মঘট তাহলে কলেজে যাচ্ছিস কেন?" কৈফিয়ৎ দিল মেয়েটি।

ছেলেটি কামরার ভিতর চোখ বোলাতে বোলাতে আপন মনে বলল, "এক্সকিউজ একটা না একটা ঠিক তৈরিই থাকে। এক সেকেন্ড দেরি হলেই আর ওঠা যেত না। তাও তো দশ মিনিট কমিয়ে দশটা চল্লিশের জায়গায় সাড়ে দশটায় ট্রেন ছাড়বে বলেছিলাম। তাও লেট। বড্ড নিড়বিড়ে তুমি।"

মেয়েটি কামরার লোকগুলির উপর চোখ বোলাচ্ছিল, ফিসফিস করে বলল, " আমার চেনা কেউ নেই,

www.Murchona.com
তোমার ?"

"দেখছি না কাউকে। টিকিট তো আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের, এখানেই থাকবে ?"

"না, না, এই ভিড়ই ভাল।"

ভিড়ের মধ্যে ছেলেটি মেয়েটির গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে ভ্রুভঙ্গি করে ধমকায়, চারপাশের লোকেদের ইশারায় দেখাল, ছেলেটি ঠোঁট মুচড়িয়ে বেপরোয়া ভাব প্রকাশ করল।

"খেয়ে এসেছ ?" ছেলেটি বলল।

"অল্প। ইচ্ছে করছিল না খেতে। তুমি ?"

"না। বাবা টাকা যোগাড় করতে বরানগর গেছে ফিরে বাজার করবে।"

"ওদের স্ট্রাইক আর কতদিন চলবে ?"

"কী জানি।"

"তাহলে তুমি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটলে কেন ? পয়সা পেলে কোথায় ?"

"যেখান থেকেই পাই না।"

"আমার খারাপ লাগছে।"

"তাতো লাগবেই, আমার সঙ্গে থাকলেই তোমার খারাপ লাগে।"

"তাই বললাম ? তুমি সব কথায় উল্টো মানে কর, বিচ্ছিরি স্বভাব তোমার।"

"জানি। আমি দেখতেও বিচ্ছিরি, পড়াশুনোয় ভাল নয়, ফেল করেছি, গান জানি না, পদ্য লিখতে পারি না...."

"এই এই, এই শুরু হল পাগলামি। চুপ করে থাক তো এখন। ঝগড়ুটে, ভীষণ ঝগড়ুটে তুমি।" এই বলে মেয়েটি পিঠ দিয়ে ছেলেটির বুকে চাপ দিল। কাছের কয়েকজনেরই মুখ নির্বিকার দেখে ছেলেটি বুঝল তারা মন দিয়ে ওদের কথা শুনছে এবং না শোনার ভান করছে। মনে মনে রেগে উঠে, কতকগুলো কড়া কথা বিড়বিড় করল।

"কী বলছ ?"

"কিছু না। বসার চেষ্টা করতে হবে। তুমি বরং ওই দিকটায় গিয়ে দাঁড়াও।"

"জানলা না হলে ভাল লাগে না ট্রেনে।"

"ওই জানলার কাছে দুই বুড়োবুড়ি দেখছ ? বোধহয় বেশি দূর যাবে না, কাছে গিয়ে দাঁড়াও।"

"কী রকম দেখেছ, পাকা চুলের মধ্যে টকটকে সিঁদুর ! কত বয়স বল তো ?"

"ষাট-পঁয়ষট্টি হবে। বুড়ো বেশ শক্ত-সমর্থ রয়েছে।"

www.Murchona.com

"পাশাপাশি কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। ওই দেখ, আমাদের দেখছে।"

"তাকিও না।"

"ডাকছে আমায়, পাশে একটুখানি জায়গা আছে।"

"আমি একা ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকব!"

"ওরা বেশি দূর যাবে না বোধহয়, মালপœ তো দেখছি না। এখনই জায়গা রিজার্ভ করে রাখি না।"

মেয়েটি সন্তর্পণে গিয়ে জানলায় বসা বৃদ্ধার পাশে কোনও মতে বসল। বৃদ্ধা হেসে বললেন, "কত দূর যাবে?"

ইতস্তত করে মেয়েটি বলল, "কাছেই। আপনি?"

"আমরা আসানসোল যাব, বড় মেয়ের ছেলের পৈতে হচ্ছে।"

শুনে মেয়েটি মুষড়ে পড়ল। ঘন্টা চারেকের আগে এরা তো তাহলে নামবে না। বসে লাভ কী!

"তুমি কী পড়?"

"বি. এ. ফার্স্ট ইয়ার।"

"বাড়ি কোথায়?"

"বাগবাজারে।"

"এখন যাচ্ছ কোথায়?"

মেয়েটি কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল,"পিসিমার বাড়ি। খুব অসুখ করেছে, বোধহয় ক্যানসার।"

"আহা, বড় শক্ত রোগ। আমার শ্বশুর ওতে মারা গেছলেন। বড় কষ্ট পেয়েছিলেন।"

"হাঁ, এর তো কোনও চিকিৎসা নেই।" বলতে বলতে মেয়েটি দেখল ছেলেটি ব্যাজার মুখে তাকিয়ে। সে ভাবল আর বসে থেকে লাভ কী।

"সঙ্গে ও কে? দাদা?"

মেয়েটি বিমূঢ়ের মতো বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নামিয়ে হাসি চাপল।

"মেজদা।" বলেই সে ছেলেটির দিকে তাকাল। সিগারেট ধরিয়ে মুখ উপরে তুলে ধোঁয়া ছাড়ছে আর বিরক্ত হয়ে পাশের লোকের দিকে ভ্রূ কোঁচকাচ্ছে।

"কী করে, পড়ে?"

"চাকরি করে, এনজিনিয়ার।"

"আমার বড় জামাইও এনজিনিয়ার বার্ণপুরে। তোমার দাদা কোথায় কাজ করে?"

www.Murchona.com
মেয়েটি থতমত হয়ে বলল, "একটি বিদেশি কোম্পানীতে, নামটা খটমট, মনে থাকে না।" বলেই সে উঠে দাঁড়াল।

"এসে গেছে বুঝি?"

" হাঁ, এইবার নামব।"

ছেলেটির কাছে এসে বলল, "চল এখানে নেমে অন্য কামরায় উঠি। বুড়ির বড্ড কৌতূহল।"

একটা স্টেশনে ট্রেন থামতেই ওরা নামল। তাড়াহুড়ো করে পরের কামরায় উঠে দেখল ভিড় কম। বসার জায়গা আছে। ঘেঁষাঘেঁষি করে দুজনে বসল।

"কতদূর পর্যন্ত আমরা যাচ্ছি?" মেয়েটি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল।

"দু ঘন্টা যাওয়া আর দু ঘন্টা আসা। ঠিক পাঁচটায় তুমি বাড়ি পৌঁছে যাবে।"

"মোটে চার ঘন্টা!" মেয়েটি বিষণ্ন চোখে সবুজ ধান খেতের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর জানলায় রাখা আঙুলে ছেলেটি আলতো করে তার হাত রাখল। মেয়েটি মুঠোয় চেপে ধরল।

"দেখেছ, কত ধান হবে এবার।"

"অনেক। দাম তো এখনই কমতে শুরু করেছে।"

মেয়েটি জানলায় মাথা রেখে ঘাড় কাত করে ছেলেটির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। হাওয়ায় চুলগুলো উড়ে কপালে চোখে পড়ছে। ছেলেটি আঙুল দিয়ে সেগুলি যথাস্থানে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা শুরু করল। মেয়েটির চোখের পাতা মুদে এল।

"এবার সবাই পেট ভরে খেতে পাবে।"মেয়েটি বলল।

ছেলেটি তার আঙুল গালের উপর আলতো বোলাল।

"এখন কী বলতে ইচ্ছে করছে জান?" ছেলেটি বলল।

"কী?" বন্ধ চোখে মেয়েটি জানতে চাইল। তার ঠোঁটদুটি ঈষৎ প্রস্ফুটিত ফুলের পাপড়ির মত খুলে রয়েছে।

"বলব?"

"বল।"

"কে নীলিমা না?"

মেয়েটি চমকে সিধে হয়ে বসল। হাত দশেক দূর থেকে বছর চল্লিশের এক বিবাহিতা ওর দিকে তাকিয়ে, মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

"চিনতে পার আমায়? গীতাদিকে মনে আছে? বানান ভুলের জন্য মার পর্যন্ত দিয়েছি তোমায়। এইবার মনে পড়ে?" বিবাহিতা তড়বড়িয়ে বলে গেলেন। মেয়েটি ঘাড় নাড়ল।

"আর বানান ভুল হয় না তো?" বেশ চেঁচিয়েই দূর থেকে তিনি বললেন, "করছ কী এখন, কলেজে

www.Murchona.com

পড়ছ ? এ লাইনে কোথায় চলেছ ?"

"পিসিমার বাড়ি যাচ্ছি, এই পরের স্টেশনেই নামব। কতদিন পর দেখা হল বলুন তো, তিন বছর প্রায়।" মেয়েটি খুব উৎসাহিত হওয়ার চেষ্টা করল।

"একা যাচ্ছ ?"

"মেজদা রয়েছে। আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?"

"বর্ধমান। উনি তো ওখানেই চাকরি করেন। তোমাদের ক্লাসের আর সকলের খবর কী, এস না এদিকে।"

মেয়েটি একবার দেখল ছেলেটির কাঠের মত মুখ, তারপর উঠে গিয়ে বিবাহিতার পাশে বসল।

পরের স্টেশন আসতেই দুজনে নেমে পড়ল।

"এবার ফার্স্ট ক্লাসে।" এই বলে ছেলেটি ছুটতে শুরু করল, মেয়েটিও। ওরা ফার্স্ট ক্লাসে ওঠা মাœই ট্রেন ছেড়ে দিল।

কামরাটি ফাঁকা, তবে চারটি শীর্ণ, রুক্ষ যুবক চারটি বেঞ্চে চিত হয়ে শোয়া। তাদের পরনে আঁটো ট্রাউজার্স ও রঙিন গেঞ্জি। সঙ্গে ছোট ছোট ব্যাগ, ফুটবলার, ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে কোথাও। চারজন ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওদের দিকে। ছেলেটি এক যুবককে বলল, "উঠে বসুন।"

"কেন ?" মেয়েটির মুখের দিকে বিশ্রীভাবে তাকিয়ে থেকে যুবকটি জানতে চাইল ঔদ্ধত্য দেখিয়ে।

"কেন আবার, বসব।" বিরক্ত স্বরে ছেলেটি বলল।

"অ।" যুবকটি তাচ্ছিল্যভাবে উঠে বসল। বাকি তিনজন শিস দিয়ে উঠল, গান ধরল এবং নিজেদের মধ্যে গল্প জুড়ল।

"না উঠলেই হত।" মেয়েটি চুপিচুপি বলল।

"কেন ! আমরা কি টিকিট কাটিনি ?" ছেলেটি একটু জোরে বলল। ওরা চারজন তা শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

"আপনারা বুঝি টিকিট কেটে উঠেছেন ?" এক যুবক ব্যঙ্গ করে বলল।

এরা দুজন চুপ করে রইল। ওরা নিজেদের মধ্যে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে আলাপ করতে লাগল।

"আমার বিশ্রী লাগছে।" মেয়েটি ফিসফিস করে বলল।

ছেলেটি উত্তেজিত হয়ে যুবক চারজনকে উŸশ্য করে বলল, "এখানে একজন মহিলা রয়েছেন তার সামনে আপনারা নোংরা কথা বলছেন কেন ?"

"কে মহিলা ? উনি কি মহিলা ?" একজন গম্ভীর হবার ভান করে বলল।

"তার মানে ?"

"মানে অন্য কিছুও হতে পারে।"

www.Murchona.com

"কী হতে পারে ?"

মেয়েটি অস্ফুটে বলল, "চুপ কর, এদের সঙ্গে কথা বোলো না।"

"কী বললেন, আমরা লোফার ?" একজন উঠে দাঁড়াল।

"আমরা লোফার ? রোয়াব দেখান হচ্ছে।" আর একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল এবং তৃতীয়জন হঠাৎ ছেলেটির গালে চড় কষিয়ে দিল। বজ্রাহতের অনুরূপ অবস্থা কাটিয়ে ওঠার পরই ছেলেটি ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং এক মিনিটের মধ্যেই কামরার কোণে তলপেট চেপে বসে পড়ল। চার যুবক হাত ঝেড়ে হাসতে শুরু করল। ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে ঘুঁষি ছুঁড়ল।

"লোফার, লোফার।" চীৎকার করে ছেলেটি থুতু ছিটোল একজনের মুখে। এইবার যুবক চারজন ওকে ঘিরে ধরল। মেয়েটি এতক্ষণ বুঝতে পারছিল না কী করবে। এইবার সে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।

"ছেড়ে দিন, ওকে ছেড়ে দিন, আমরা নেমে যাব এখুনি। ওকে মারবেন না আর।"

তাই শুনে যুবক চারজন হাত ঝেড়ে হাসতে হাসতে সিটে বসল। শূন্য প্রান্তরে মৃত একটি তালগাছের মত ছেলেটি দাঁড়িয়ে রইল। তার দুটি চোখ মেয়েটির চোখে নিবদ্ধ। তার দৃষ্টিতে স্ফটিকের ভাবলেশহীনতা।

স্টেশনে ট্রেন থামতেই মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটি মাথা নিচু করে নামল। ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার সময় ওরা চাপা হাসি শুনল। দুপুরের নির্জন স্টেশনে ওরা একটা বেঞ্চে বসল। কলের জলে রুমাল ভিজিয়ে ছেলেটির মুখের রক্ত মুছিয়ে দিল মেয়েটি। একটি চোখ ফুলে প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। নীচের ঠোঁট থেঁতলে ঝুলে পড়েছে। জামায় গাঢ় রক্তের ছিটে। মেয়েটি হাত ধরল ছেলেটির। এবং কেউ কোনও কথা না বলে বসে থাকল।

সবুজ ধানক্ষেতের ওপাশে বহুদূর গ্রাম দেখা যায়। গ্রামের মাথার কিনারা ঘেঁষে সূর্য নেমে এসেছে। দুটি মেল ট্রেন ইতিমধ্যে চলে গেছে। মেয়েটি মুঠো শক্ত করে ধরে বলল, "তখন তুমি যেন কী বলবে বলেছিলে।"

ছেলেটি ওর মুখের দিকে তাকাল। হাসবার জন্য ঠোঁটদুটি মেলে ধরতে গিয়ে যন্ত্রণায় পারল না। একটি চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। কোনও রকমে একটি হাত তুলে মেয়েটির গালে আঙুল ছুঁইয়ে সে বলল, "ইচ্ছে করছিল বলি, এখন আমি সারা পৃথিবীর রাজা।"

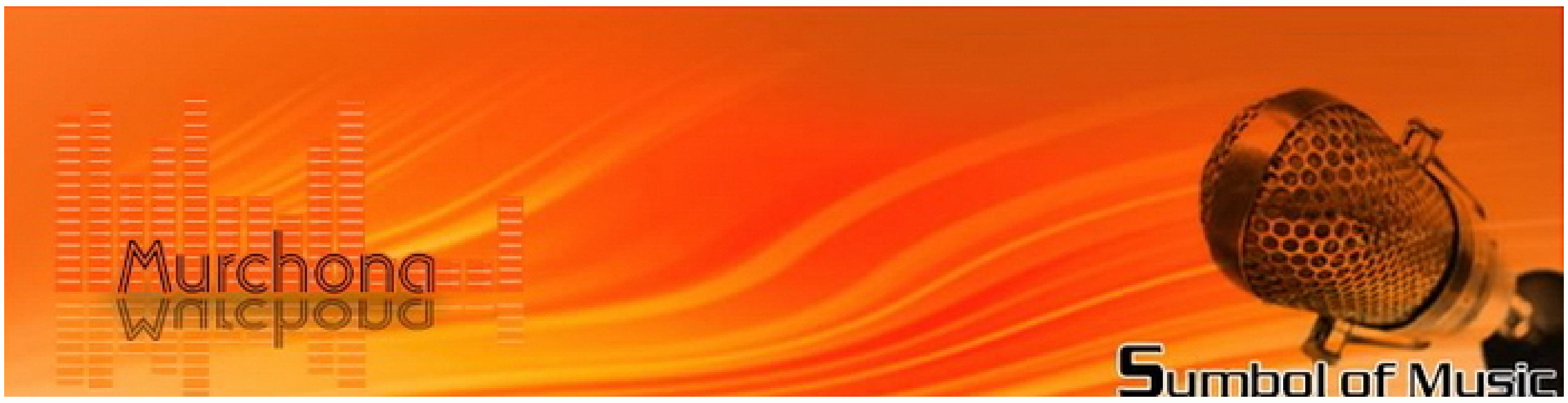

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com